বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

নতুন কাঠামো ও নির্দেশিকা, ২০২১-২২

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এপিএ’র নতুন কাঠামো

(২০২১-২২ অর্থবছর হতে প্রযোজ্য)

এপিএ'র কাঠামোগত উন্নয়নের প্রেক্ষাপট

ANNUAL PERFORMANCE AGREEMENT

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনার (এপিএ, এনআইএস, উদ্ভাবন) মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে;
- একই কাজ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে মূল্যায়নে দ্বৈততা সৃষ্টি হচ্ছে;
- GRS, Citizen's Charter ও RTI কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে এখন পর্যন্ত কোনো পৃথক কর্মপরিকল্পনা নেই;
- সরকারি অফিসসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামগ্রিকভাবে কেমন করছে তা পরিমাপ করা যাচ্ছে না;
- এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়;

এপিএ’র নতুন কাঠামো (২০২১-২২)

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের সামগ্রিক মূল্যায়ন **APA’**র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে;

- মাঠ পর্যায়ের এপিএ-তে কৌশলগত উদ্দেশ্যের পরিবর্তে **‘কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র’** থাকবে;
- **Allocation of business, NIS, GRS, Citizen’s Charter, E-governance & Innovation ও RTI** বাস্তবায়নের জন্য পৃথক পৃথক কর্মপরিকল্পনা থাকবে এবং এসকল কর্মপরিকল্পনা **APA’**র অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে;

- **Allocation of business** অনুযায়ী এপিএ প্রণয়নকালে একইসঙ্গে **NIS, GRS, Citizen’s Charter, E-governance and Innovation ও RTI** কর্মপরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করতে হবে এবং এসকল কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএ’তে সংযুক্ত করেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চূড়ান্ত এপিএ স্বাক্ষর করতে হবে;

এপিএ’র নতুন কাঠামো

(চলমান)

- মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি অফিসকে শুধুমাত্র এপিএতে অর্জিত সমন্বিত ফলাফলের ভিত্তিতেই পুরস্কৃত করা হবে;

- সুশাসনমূলক কার্যক্রমসমূহ এপিএ’তে যথাযথভাবে প্রতিফলনের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৩০ নম্বর (বর্তমানে ২৫) এবং Allocation of Business অনুযায়ী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ৭০ (বর্তমানে ৭৫) নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

২০২০-২১

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৭৫

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য: ২৫

২০২১-২২

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রঃ ৭০

(সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক নির্ধারিত)

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রঃ ৩০

(মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ'র নম্বর বিভাজন

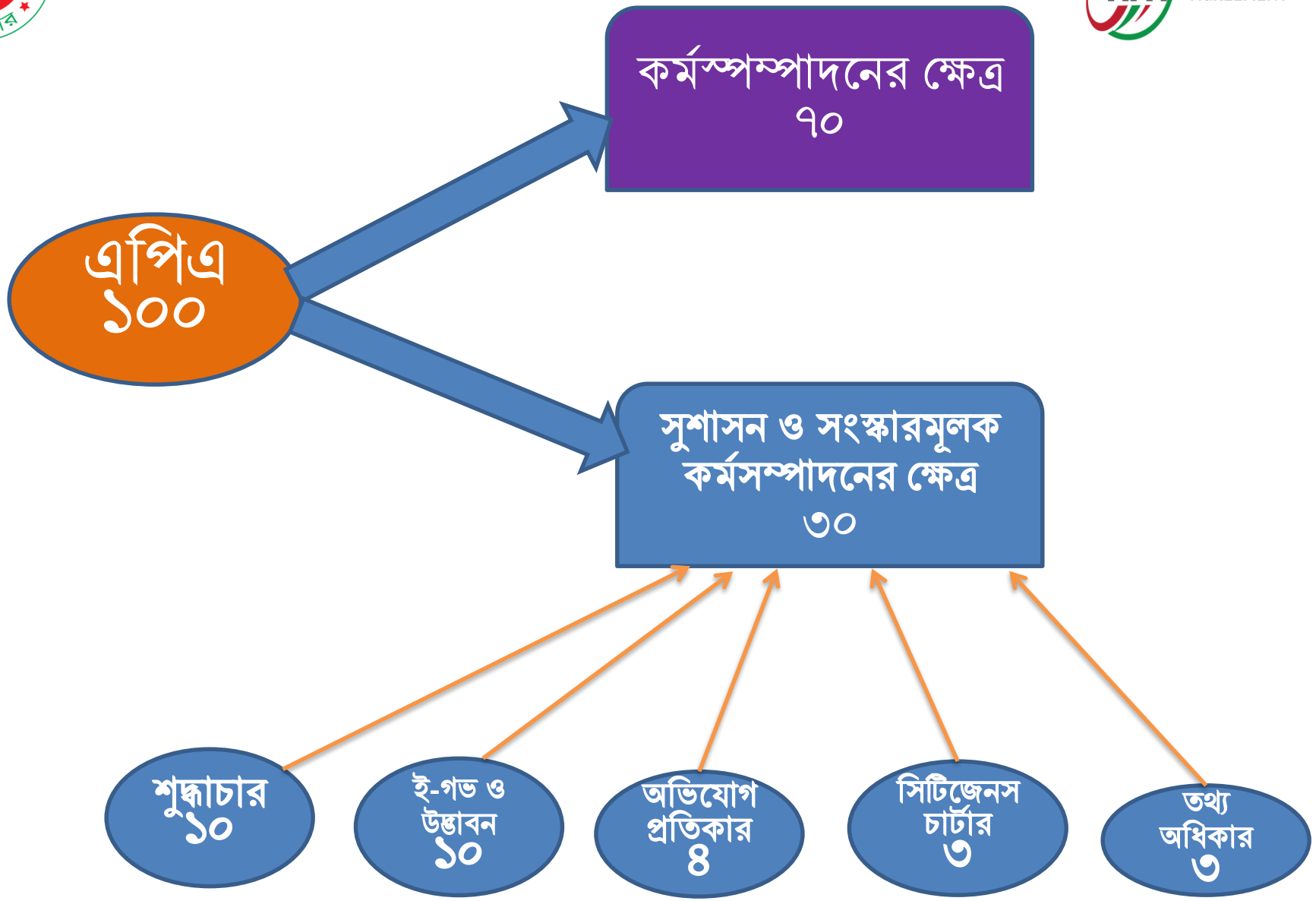

বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার নম্বর বিভাজন এবং এপিএ-তে ওয়েটেজ

কর্মপরিকল্পনা	মোট নম্বর	এপিএ-তে ওয়েটেজ
এনআইএস	৫০	১০
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	৫০	১০
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি	২৫	৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	২৫	৪
তথ্য অধিকার	২৫	৩

২০২১-২২ অর্থবছরের

এপিএ’র কাঠামো

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়নে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

১. স্ব-স্ব অফিসের কার্যতালিকার ভিত্তিতে এপিএ প্রণয়ন করতে হবে;

২. এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে 'রূপকল্প-২০৪১' এর লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৩. এপিএ প্রণয়নে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং SDGs-এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে;

৪. কোভিড ১৯ মহামারী মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়নে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে (চলমান)

৫. ‘মুজিববর্ষ’ উদযাপন উপলক্ষ্যে জনহিতকর উদ্যোগ ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৬.কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মোট সংখ্যা ৫ এর অধিক হবে না। একটি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের মান সর্বনিম্ন ১০ এবং সর্বোচ্চ ২৫ হবে;

৭. এপিএ’তে প্রদর্শিত সূচকের মোট সংখ্যা ৫০ এর অধিক হবে না;

৮. ‘প্রসেস’ধর্মী কাজ যথাসম্ভব কমিয়ে ‘পারফরমেন্স’ধর্মী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

কার্যক্রম নির্ধারণে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

(চলমান)

৯. রুটিনধর্মী কাজের (যেমন সভা, পত্র জারি ইত্যাদি) উল্লেখ যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে;

১০. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতার উন্নয়নে (সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশনসহ) উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১১. যেসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্য এক/একাধিক সরকারি অফিসের উপর নির্ভর করতে হয় সেসকল কার্যক্রম এপিএ-তে উল্লেখের পূর্বে সেসকল সরকারি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র কার্যক্রম পরিবীক্ষণে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে

- এপিএ টিম প্রতি **দুই মাসে** একবার এপিএ'র অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং অফিস প্রধানকে অবহিত করবে;
- **একটি নির্দিষ্ট শাখা/অধিশাখাকে এপিএ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে;**
- নিজ নিজ অফিসসহ আওতাধীন অফিসের সংশ্লিষ্ট সকলকে এপিএ বিষয়ে **প্রশিক্ষণ** প্রদান করতে হবে;
- আওতাধীন অফিসের এপিএ অগ্রগতি ষান্মাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং ফিডব্যাক প্রদান করতে হবে;

এপিএ ক্যালেন্ডার

এপিএ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর

- মাঠ পর্যায়ে এপিএ স্বাক্ষরের শেষ তারিখ: ২৫ জুন
- এপিএ সংশোধনের প্রস্তাব উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর

এপিএ পরিবীক্ষণ

- ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর, ১৫ জানুয়ারী, ১৫ এপ্রিল
- আওতাধীন অফিসের এপিএ'র অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রদানের শেষ তারিখ: ৩০ জানুয়ারি

এপিএ মূল্যায়ন

- মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) উর্ধ্বতন অফিসে প্রেরণের শেষ তারিখ: ১৫ জুলাই
- আওতাধীন অফিসের এপিএ মূল্যায়ন সমাপ্ত করে ফলাফল প্রকাশের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট

মাঠ পর্যায়ের এপিএ নির্দেশিকা

https://cabinet.gov.bd/

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- আওতাধীন অফিসসমূহকে নতুন কাঠামো অবহিত করার জন্য দ্রুত সভা করতে হবে এবং তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহকে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে;
- এপিএ টিমে এনআইএস, উদ্ভাবন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে **NIS, GRS, Citizen's Charter, E-governance and Innovation ও RTI** কর্মপরিকল্পনাসমূহ এপিএ'র সংযোজনীতে অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ স্বাক্ষর করতে হবে।

বিভাগীয় এপিএ কমিটির করণীয়

- **বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অফিসকে** ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র নতুন কাঠামো ও নির্দেশিকা অবহিত করা;
- সকল **জেলার এপিএ কমিটিকে** প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- জেলা এপিএ কমিটিসমূহ কর্তৃক **উপজেলা এপিএ কমিটিসমূহকে** ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র নতুন কাঠামো ও নির্দেশিকা অবহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- মাঠ পর্যায়ের অফিসকে **২৫ জুনের** মধ্যে নিজ নিজ উর্ধ্বতন অফিসের সাথে এপিএ স্বাক্ষর সম্পন্ন করা ও স্বাক্ষরিত এপিএ নিজ নিজ অফিসের ওয়েবসাইটে আপলোড নিশ্চিত করা;

ধন্যবাদ